সুসমাচার হল বিশ্বাসী প্রত্যেকের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি

পবিত্র শাস্ত্রে, অর্থাৎ বাইবেলে, প্রেরিত পৌল রোমীয়দের কাছে লেখা তার পত্রে এই কথাটিই বলেছেন (রোমীয় ১:১৬)।
যদিও আমাদের সীমিত মানব সত্তার প্রকৃতি আমাদের সুসমাচারের পরিধি এবং অর্থ কেবল আংশিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে, তবুও এটি যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বে আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে (কলসীয় ২:২-৩) এবং পবিত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে (২ তীমথিয় ৩:১৫-১৭), তাই এই "ঈশ্বরের শক্তির" কিছু মৌলিক দিক বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা তিনি "বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের জন্য" প্রয়োগ করেছেন।

সুসমাচার কি?

সুসমাচার (গ্রীক থেকে, "আই-অ্যাগেলিয়ন", "শুভ ঘোষণা") হল ঈশ্বরের চিরন্তন রাজ্যের আগমনের সুখবর, এমন একটি বাস্তবতা যেখানে পাপ, মৃত্যু বা কোনও মন্দ কিছুই থাকতে পারে না, তবে যেখানে নিখুঁত শান্তি এবং ন্যায়বিচার রয়েছে। কিন্তু এই সুসমাচার মানুষের কাছে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলে ধরা উচিত: আমরা কি এই রাজ্যে অনন্ত জীবন পুনরুত্থান পাওয়ার যোগ্য?

আমরা কি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ধার্মিক হতে পারি?

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য একটি আইন দিয়েছিলেন; তাই, যদি কেউ সঠিক হতে চায়, তাহলে তাদের উচিত ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত এই আইনের সমস্ত আজ্ঞা নিখুঁতভাবে অনুশীলন করা, যা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে (বিশেষ করে বাইবেলের প্রথম অংশে, হিব্রু "তোরা") রয়েছে।

তবে প্রেরিত পৌল স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন:
“কারণ যারা ব্যবস্থার কর্মের অন্তর্ভুক্ত, তারা অভিশপ্ত, কারণ লেখা আছে, “যে কেউ ব্যবস্থার পুস্তকে লেখা

সমস্ত কথা পালন না করে, সে অভিশপ্ত।” এখন ঈশ্বরের সামনে ব্যবস্থার দ্বারা কেউই ধার্মিক বলে গণ্য হয় না তা স্পষ্ট, কারণ “ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারা বেঁচে থাকবে।” (গালাতীয় ৩:১০-১১)

"এখন আমরা জানি যে, ব্যবস্থা যা কিছু বলে, তা ব্যবস্থার অধীনস্থদের উদ্দেশ্যেই বলে, যাতে প্রত্যেক মুখ বন্ধ থাকে এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করে; কারণ ব্যবস্থার কর্ম দ্বারা কোন প্রাণীই তাঁর দৃষ্টিতে ধার্মিক গণিত হবে না, কারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাপের জ্ঞান আসে।" (রোমীয় ৩:১৯-২০)

অতএব, আইন পালন করে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক বলে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়: আইন, তার সম্পূর্ণ একগুঁয়েমির মাধ্যমে, আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে আমরা এটি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে সক্ষম নই এবং তাই আমরা ঈশ্বরের দ্বারা চিরন্তন নিন্দার যোগ্য, ধার্মিক এবং অনন্ত জীবনের যোগ্য বলে বিবেচিত না হয়ে।

এমনকি যারা ঈশ্বরের লোকদের কাছে প্রকাশিত ব্যবস্থা জানে না তারাও তাঁর সামনে সমানভাবে দোষী; এই বিষয়ে পৌল বলেন: “হে মানুষ, যে কেউ বিচার করে, তার কোন অজুহাত নেই, কারণ যে বিষয়ে তুমি অন্যের বিচার করো, সেই বিষয়ে তুমি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করো; কারণ যে তুমি বিচার করো, তুমিও একই কাজ করো। আর আমরা জানি যে ঈশ্বরের বিচার তাদের উপরই বর্তায় যারা এই ধরণের কাজ করে। কিন্তু হে মানুষ, তুমি কি মনে করো যে, যারা এই ধরণের কাজ করে এবং একই কাজ করে, তুমি ঈশ্বরের বিচার থেকে রেহাই পাবে?” (রোমীয় ২:১-৩)

সুসমাচার: সুসংবাদ

কিন্তু, এই 'দুঃসংবাদের' পরে, পৌল সুসমাচারটি প্রকাশ করেন: "যাহোক, এখন, আইন যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার প্রকাশিত হয়েছে, যার সাক্ষ্য

ব্যবস্থা এবং ভাববাদীরা দিয়েছেন: অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্য - আসলে কোন পার্থক্য নেই: সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত - কিন্তু তাঁর অনুগ্রহের জন্য, খ্রীষ্ট যীশুতে মুক্তির মাধ্যমে বিনামূল্যে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়।" (রোমীয় ৩:২১-২৪)
ন্যায়বিচার অনুগ্রহের মাধ্যমে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে, যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্য ঘটে এবং এটি আমাদের জন্য বিনামূল্যে ঘটে। কিন্তু খ্রীষ্ট নিজেই একটি মূল্য দিয়েছিলেন: "ঈশ্বর তাঁর রক্তে বিশ্বাসের মাধ্যমে এটিকে প্রায়শ্চিত্তের বলিদান হিসাবে স্থাপন করেছেন, যাতে তাঁর ন্যায়বিচার প্রদর্শন করা যায়" (রোমীয় ৩:২৫)। "ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর প্রেমের মহত্ত্ব এইভাবে দেখান: আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন।" (রোমীয় ৫:৮)
খ্রীষ্ট, নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, মানব ইতিহাস জুড়ে যারা তাঁকে বিশ্বাস করতেন তাদের সমস্ত পাপ তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেননি, বরং মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাদের প্রতি তাঁর নিখুঁত ন্যায়বিচারের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। পৌল লিখেছেন, যীশু "আমাদের অপরাধের জন্য দত্ত হয়েছিলেন এবং আমাদের ধার্মিকতার জন্য উত্থিত হয়েছিলেন" (রোমীয় ৪:২৫)। "প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে ছিলেন তাঁর সাথে জগতের মিলন ঘটাতে, মানুষের কাছে তাদের দোষ চাপিয়ে না দিয়ে, এবং তিনি আমাদের মধ্যে মিলনের বাক্য স্থাপন করেছিলেন। অতএব আমরা খ্রীষ্টের দূত হিসেবে কাজ করি, যেন ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন; খ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি: ঈশ্বরের সাথে মিলিত হও। যিনি পাপ জানতেন না তাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যাতে আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা হতে পারি।" (২ করিন্থীয় ৫:১৯-২১)।

আমাদের সৎকর্ম আমাদের নিজস্ব পরিত্রাণের জন্য অবদান রাখে না

"বিশ্বাসের দ্বারাই ব্যবস্থার কর্ম ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়" (রোমীয় ৩:২৮)। অতএব, যদি ব্যবস্থার কর্মগুলি (যা ঈশ্বর স্পষ্টভাবে আদেশ করেছেন এবং ধার্মিক ও সৎ বলে বিবেচিত, রোমীয় ৭:১২) আমাদের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে অবদান না রাখে, তাহলে অন্য কোনও কর্ম তা করতে পারে না। ঈশ্বরের সামনে মানুষের অহংকার বাদ দেওয়ার জন্য এটি করা হয়েছে (রোমীয় ৩:২৭; ৪:২; ১ করিন্থীয় ১:২৬-২৯; গালাতীয় ৬:১৪)।

কিন্তু, যদি ভালো কাজ নিজেদের রক্ষা করতে না পারে, তাহলে কি সুসমাচার পাপের জন্য আমন্ত্রণ নয়?

পৌল অস্বীকার করেছেন যে সুসমাচার মানুষকে পাপ করার অনুমতি দেয়, তিনি লিখেছেন: “তাহলে কি? আমরা কি পাপ করব কারণ আমরা ব্যবস্থার অধীনে নই বরং অনুগ্রহের অধীনে আছি? কখনও যেন তা না হয়! তোমরা কি জানো না যে, যখন তোমরা নিজেদেরকে বাধ্যতার জন্য কারো কাছে দাস হিসেবে উপস্থাপন করো, তখন তোমরা তারই দাস, যাকে তোমরা মেনে চলো, হয় মৃত্যুর দিকে পরিচালিত পাপের, অথবা ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত আনুগত্যের? কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ যে, তোমরা পাপের দাস ছিলে, তবুও তোমরা হৃদয় থেকে সেই শিক্ষার আদর্শ মেনে চলেছ যা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল, এবং পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধার্মিকতার দাস হয়েছ।” (রোমীয় ৬:১৫-১৮)। যাকোব ২:১৪-২৬ পদ তাদের পরিস্থিতির কথা বলে, যারা বলে যে তাদের বিশ্বাস আছে, তারা দেখায় যে তাদের বিশ্বাস মোটেও জীবিত নয়, বরং মৃত। তিনি শিক্ষা দেন যে যারা বিশ্বাসের দাবি করে তাদের তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে তারা ধার্মিক, যেমন অব্রাহাম এবং রাহব করেছিলেন। ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসীদের দ্বারা সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করেছেন: “কারণ অনুগ্রহে তোমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে

পরিত্রাণ পেয়েছ, এবং এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা নয়, ঈশ্বরের দান; কর্মের দ্বারা নয়, যাতে কেউ গর্ব না করে। কারণ আমরা তাঁর কারিগর, খ্রীষ্ট যীশুতে সৎকর্মের জন্য সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন যাতে আমরা সেই কাজে চলি।" (ইফিষীয় ২:৮-১০)। সৎকর্ম ঈশ্বরের মহিমার জন্য (মথি ৫:১৪-১৬)।

খ্রীষ্ট যীশুতে আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ কিভাবে পাব?

"পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?" এবং তারা বলল, "প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করো, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে" (প্রেরিত ১৬:৩০-৩১)
অনেক বাইবেলে ঈশ্বরের দত্ত পরিত্রাণের কথা বলা হয়েছে, যেমন: যোহন ৩:১৬; ১১:২৫-২৭; প্রেরিত ৪:১২; রোমীয় ১:১৬; ৩:২১-২৮; ৫:৭-১১; ১০:৯; ১৬:২৫-২৭; যিশাইয় ৪৩:২৫; ৫৩:৫; যিরমিয় ১৭:১৪; ইব্রীয় ৭:২৫; ৯:২৮; লূক ১৮:১৩-১৪; ১ যোহন ৫:১১.১৩; ২ করিন্থীয় ৫:১৯; তীত ৩:৪-৭; ইফিষীয় ২:৮-১০; গালাতীয় ২:২০-২১; মার্ক ১:১৪-১৫।

ঈশ্বর সকলকে অনুতপ্ত হতে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতে আদেশ দেন: কেবলমাত্র এইভাবেই মানুষ তাঁর ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন লাভ করে, যা তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সকলের জন্য মৃত্যুবরণ এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। এটি সকলের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যাতে অন্যরাও ঈশ্বরের এই অতুলনীয় উপহারটি পেতে পারে। যারা বাইবেলের কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন তাদের জন্য, নিম্নলিখিত অংশটি এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যা দেখায় যে ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত (আপনি এই তথ্যটিও ভাগ করে নিতে পারেন)। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!

বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় আরও তথ্য:

Wix: **xsdeusov.wixsite.com/ethne/1-bn**

বাইবেলের অনুপ্রেরণা

বাইবেল ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটি দেখানোর লক্ষ্যে একটি যুক্তিতে বলা হয়েছে যে "সত্তর সপ্তাহ" (দানিয়েল ৯:২৪-২৭) যীশু নাসরতীয়ের মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল: ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে মশীহ (যাকে "খ্রীষ্ট", "গ্রীসড" বা "পবিত্র" হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে) "৭ এবং ৬২ সপ্তাহ" (দানিয়েল ৯:২৫-২৬) পরে নিহত হতেন, অর্থাৎ ৬৯ (= ৭+৬২) ৭ বছরের সময়কাল (যেমন লেবীয় পুস্তক ২৫:৮), প্রতিটি ১২ মাসের (১ রাজা ৪:৭) ৩০ দিনের (১৫০ দিন ৫ মাসে বিভক্ত, যেমন আদিপুস্তক ৭:১১.২৪ এবং ৮:৪)। ৭ বছরের ৬৯ সময়কাল হল ৪৮৩ (= ৬৯ × ৭) বছর। ৩৬০ (= ১২ × ৩০) দিনের ৪৮৩ বছর হল ১৭৩৮৮০ (= ৪৮৩ × ৩৬০) দিন, ঠিক জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ৪৭৬ (= ১৭৩৮৮০/৩৬৫.২৫) বছর এবং ২১ দিন। এই সময়ের ব্যবধানটি "জেরুজালেম পুনর্নির্মাণের" আদেশ (দানিয়েল ৯:২৫) থেকে শুরু হয়, যা নহিমিয় ২: ১,৫,৭,১১ এর উপর ভিত্তি করে, ৪৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মার্চ বা এপ্রিলে জারি করা হয়েছিল, রাজা আর্টেক্সেরসেসের বিংশতম বছরে (যার রাজ্য ঐতিহাসিকভাবে ৪৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়েছিল), এবং ৩২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ বা এপ্রিল বা মে মাসে শেষ হয়। (= ৪৭৬ বছর -৪৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ + ১ বছর; আপনাকে ০ বছর বাদ দিতে হবে, ১ বছর যোগ করতে হবে, কারণ ক্যালেন্ডারে ০ এর অস্তিত্ব নেই), ঐতিহাসিকভাবে যীশুর মৃত্যুকাল (বসন্তে এবং ৩০ থেকে ৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাইবেল এমন কিছু করে যা ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ এটি পরম বস্তুবাদকে পূর্বাভাস দেয়: এটি কমপক্ষে দুই শতাব্দী আগে ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করে (ড্যানিয়েলের বই কুমরানের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি, যা 4Q114 নামে পরিচিত) সাধারণভাবে নয়, বরং নির্দিষ্ট করে যে কখন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটেছিল। এটি এলোমেলো হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় 2% এরও কম (4 বছর সম্ভব 200 বছর আগে ভাগ করা 0.02)। অন্যদিকে, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যে এটি কীভাবে সম্ভব: বাইবেলের ঈশ্বর, একমাত্র সত্য ঈশ্বর, ইতিহাসের প্রভু এবং ভবিষ্যৎ প্রকাশ করতে পারেন।